গ্রামীণ বসতি (Rural Settlement)

1.9. ভূমিকা (Introduction) :

ভূপৃষ্ঠের ওপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠে। গ্রামীণ জনবসতিতে বেশির ভাগ লোক প্রাথমিক কাজে (কৃষিকাজ, মৎস্য শিকার, বনজ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি) নিযুক্ত থাকেন। গ্রামীণ বসতির আয়তন আমরা লোকসংখ্যা এবং গ্রামের এলাকার নিরিখে নির্ণয় করি।

সমতল ও উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলে বসতির আকার তুলনামূলক ভাবে বড়ো হয় এবং জনবসতিও বেশ ঘন হয়ে থাকে। যেমন— চিনের বড়ো গ্রামগুলিতে কয়েক হাজার লোক বসবাস করে। আবার অনুর্বর ও অনুন্নত অঞ্চলে গ্রামীণ বসতি ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। যেমন— পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অনুর্বর মৃত্তিকার জন্য অনেক ছোটো ছোটো গ্রাম গড়ে উঠেছে।

1.10. গ্রামীণ বসতির সংজ্ঞা (Definition of Rural Settlement) :

গ্রামীণ ও পৌর বসতির মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ। কেবল জনসংখ্যা ও আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং, নির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞা দ্বারা গ্রামীণ বসতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক। ভারতে সরকারিভাবে 'মৌজা' (Mouza)-কে গ্রামের সমার্থক ধরা হয়।

সাধারণভাবে বলা যায়, যেসব বসতির অধিবাসীরা 75% বা তার বেশি প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত থাকেন, তাকে গ্রামীণ বসতি বলা হয়।

(i) প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী R.B.Mondal এর মতে, কোনো গ্রামীণ অঞ্চলে পরস্পর সংঘবদ্ধ ঘরবাড়ি এবং রাস্তাঘাটের সজ্জারীতিকে গ্রামীণ বসতি বলা হয়, যেখানে সামাজিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন খুবই দৃঢ় এবং মানবসভ্যতার ধারা অনুসারে প্রবাহিত।

(ii) Vidal De La Blache-এর মতে, কোনো পরিবারের বৃহৎ সংস্করণ হল গ্রাম।

(iii) অধ্যাপক Clark গ্রামীণ বসতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, "গ্রাম এক বিশেষ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, যেখানে প্রত্যেক মানুষ পরস্পরকে চেনে এবং প্রত্যেকের আচরণ সামাজিক প্রথা এবং গোষ্ঠীর ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়।"

(iv) প্রখ্যাত ভূগোলবিদ Stamp-এর মতে, যেসব জায়গায় পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পাওয়া যায়, কৃষির জন্য উর্বর জমি সহজে পাওয়া যায় এবং গুদামজাত করনের জন্য যে জায়গা থাকে, সেসব জায়গায় যে বসতি গড়ে ওঠে, তাকে গ্রামীণ বসতি (Rural Settlement) বলে।

(v) আবদুল বাকী (A. Baquee) এবং জামাল খান (J. Khan) গ্রামীণ বসতির সংজ্ঞায় বলেন যে, "রাস্তাঘাটের সীমিত সুযোগ-সুবিধাকে নির্ভর করে বিক্ষিত ঘরবাড়িতে যেসব মানুষের বসত গড়ে ওঠে, তাকেই গ্রামীণ বসতি বলে।"

1.11. গ্রামীণ বসতির জনগণনাভিত্তিক সংজ্ঞা (Census Definition of Rural Settlement) :

ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হল গ্রাম (Village), গ্রামের পোশাকি নাম হল মৌজা (Mouza)। জনসংখ্যার সঙ্গে কোনো স্পষ্ট এবং স্থির সম্পর্ক ছাড়া শুধুমাত্র কর (Tax) সংগ্রহের জন্য চিহ্নিত নির্দিষ্ট সীমানা দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ডকে মৌজা (Mouza) বলা হয়।

■ **মৌজার বৈশিষ্ট্য :**

(i) ভারতীয় জনগণনা অনুসারে সবচেয়ে ছোটো প্রশাসনিক একক হল মৌজা।

প্রতিটি মৌজার একটি নির্দিষ্ট সীমানা এবং মানচিত্র থাকে।

(ii) মৌজা মানচিত্রগুলিকে 16 ইঞ্চিতে 1 মাইল হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

(iii) প্রত্যেক মৌজার একটি নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বর থাকে। একে Jurisdiction List Number (J. L. No) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সাগর থানার অন্তর্গত একটি মৌজা হল বামনখালি। এর ক্রমিক নম্বর হল 616।

(iv) একটি মৌজাতে এক বা একাধিক গ্রাম থাকতে পারে।

(v) আমাদের দেশে জনগণনা গ্রামভিত্তিক করা হয় না। জনগণনা করা হয় মৌজাভিত্তিক।

(vi) মৌজা মানচিত্রে গ্রামের প্রত্যেক জমির দাগ ও খতিয়ান নম্বর, বাড়ি, মন্দির, মসজিদ, রাস্তা, পুকুর, ঘাসজমি প্রভৃতি দেখানো থাকে।

(vii) একটি সেন্সাস গ্রাম (Census Village) বা মৌজায় যেমন এক বা একাধিক গ্রাম থাকে তেমনি একটি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পৃথক মৌজার অন্তর্গত হতে পারে।

ভারতীয় জনগণনা অনুসারে গ্রামীণ বসতি হল এমন এক প্রকার জনবসতি যার জনসংখ্যা 5000 জনের কম হবে, যার 75% পুরুষকর্মী কৃষি বা অন্যান্য প্রাথমিক কাজে নিযুক্ত থাকেন এবং যে জনবসতির জনঘনত্ব প্রতিবর্গকিমিতে 400 জনের কম, তাকে গ্রামীণ বসতি বলা হয়।

1.11.1. *জনসংখ্যা অনুসারে গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ* (Classification according to Population of Rural Settlement) :

জনসংখ্যা অনুসারে গ্রামীণ বসতিকে আমরা পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি—

গ্রামের প্রকৃতি	জনসংখ্যা
(i) খুব ছোটো গ্রাম	500 জন অপেক্ষা কম।
(ii) মাঝারি ছোটো গ্রাম	500–1999 জন।
(iii) মাঝারি গ্রাম	2000–4999 জন।
(iv) বড়ো গ্রাম	5000–9999 জন।
(v) খুব বড়ো গ্রাম	10,000 জনের বেশি।

1.11.2. *গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য* (Characteristics of Rural Settlement) :

গ্রামীণ ও পৌর বসতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও গ্রামীণ বসতির নিজস্ব সত্ত্বা বা বৈশিষ্ট্য আজও বিরাজমান। তবে প্রাচীনকালের গ্রামগুলি অপেক্ষা আধুনিক গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে।

(i) গ্রামীণ বসতির মোট জনসংখ্যার ও জনঘনত্ব দুটোই কম হয়।

(ii) এখানকার অধিবাসীদের প্রধান অর্থনৈতিক কাজ হল কৃষিকাজ। এ ছাড়া পশুপালন, মৎস্য শিকার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকর্ম প্রভৃতিও লক্ষ করা যায়।

(iii) গ্রামীণ বসতিগুলি খুব খোলামেলা জায়গাতে গড়ে ওঠে।

(iv) রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি বেশির ভাগ কাঁচা। তবে মাঝে মাঝে পাকা রাস্তা ও ঘর-বাড়িও দেখা যায়।

(v) এখানকার জনবসতি দণ্ডাকৃতি, বিক্ষিপ্ত, গোষ্ঠীবদ্ধ প্রভৃতি ধরনের হয়ে থাকে।

(vi) শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা অনেক কম থাকে।

(vii) অধিবাসীদের 75% কিংবা তার বেশি প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত থাকেন।

(viii) গ্রামের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো পাড়া থাকে।

(ix) গ্রামীণ বসতিতে বস্তি (Slum) সাধারণত দেখা যায় না। তবে কিছু কিছু গ্রামে অস্পৃশ্য জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে।

(x) প্রধানত কৃষিনির্ভর গ্রামগুলিতে প্রায় প্রত্যেক পরিবারে ধানের গোলা, গোয়ালঘর, বাড়ির মাঝে উঠান প্রভৃতি লক্ষণীয়।

1.11.3. গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠার স্থান (Siting Factors of Rural Settlement) :

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই গ্রামীণ জনবসতি কোনো অর্থনৈতিক কাজ এবং মানুষের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

'Sites refers to the actual piece of ground on which the settlement is built.' — ***Leong and Margan***. বসতি যে স্থানে গড়ে ওঠে তাকেই বসতির স্থান বলে। যেমন—একটি গ্রাম নদী তীরের উচ্চভূমিতে গড়ে উঠতে পারে, যে স্থানটি বর্ষাকালে প্লাবিত হয় না অথচ যে স্থানটিতে বসতির জন্য প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায়।

➧ ***(a) অবস্থান বা পরিপ্রেক্ষিত (Situation)*** : কোনো গ্রাম কিংবা শহরের তার পার্শ্ববর্তী কিংবা চারপাশের অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থানকেই ওই গ্রাম বা শহরের অবস্থান বলে। যেমন— কোনো পার্বত্য অঞ্চলের মাঝে কোনো গ্রামের অবস্থান হতে পারে। কোনো বাজার কিংবা নিকটবর্তী অঞ্চলেও গ্রামের অবস্থান থাকতে পারে।

➧ ***(b) জলের সরবরাহ (Supply of Water)*** : মানুষের জীবনধারণের জন্য জল অপরিহার্য। তাই জলের অপর নাম জীবন। এজন্য সুপ্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায় যে, উৎসের নিকট বসতি বা সভ্যতা গড়ে উঠেছে। পানীয় জল, স্নানের জল, কৃষিকাজে, শিল্পকর্মে জলের প্রয়োজন। তাই সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমানের গ্রামীণ বসতি বিভিন্ন নদনদী কিংবা জলাশয় অথবা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

➧ ***(c) উর্বর ভূমি (Fertile Land)*** : উর্বর ভূমি বিশেষ করে উর্বর পলিমাটি এবং সমতল ভূপ্রকৃতি কৃষিকাজের উপযোগী বলে এসব অঞ্চলে বেশি জনবসতি গড়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জীবিকা সত্ত্বাভিত্তিক কৃষি কিংবা ইউরোপের দেশগুলিতে মিশ্র কৃষি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন গ্রামীণ বসতির সৃষ্টি হয়েছে। আবার উঁচু জমিতে মানুষ নিরাপত্তার জন্য বসতি গড়ে তোলে।

➧ ***(d) শুষ্কভূমি (Dry Land)*** : জমি এবং জল দুটোই পাওয়া গেলে মানুষ সেই সব জায়গায় বসতি গড়ে তোলে, যেখানে বন্যার দ্বারা বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয় না। এজন্য মানুষ নদী অববাহিকার অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে বসতি গড়ে তোলে। গঙ্গা নদীর প্লাবনভূমি অঞ্চলের উঁচু জায়গায় শুষ্ক বিন্দু বসতি (Dry point Settlement) গড়ে উঠেছে।

চিত্র 1.1

➧ ***(e) আশ্রয় (Shelter)*** : ঘরবাড়ি তৈরির উপাদান যে সব জায়গায় সহজে পাওয়া যায় সেখানে মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করে। প্রাচীন কালে বনভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে কাঠের সহজলভ্যতার জন্য মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করত। এখনকার দিনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ নিরাপদ স্থানে বসতি গড়ে তোলে।

➧ ***(f) প্রতিরক্ষা (Defence)*** : যেসব এলাকা রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্থিতিশীল, যুদ্ধ কিংবা রাজনৈতিক দাঙ্গা প্রায় ঘটে না সেখানে গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠে। প্রাচীন কালে শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা নদীর ধারে বসতি গড়ে উঠত।

➧ ***(g) পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীণ বসতি গঠন (Development of Rural Settlement through planning)*** : বর্তমানে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই জল, খাদ্য, আশ্রয় প্রভৃতি তৈরি করে সেখানে পরিকল্পনা

মতো বসতি গড়ে তোলা হয়। এসব ক্ষেত্রে নতুন নতুন গ্রাম গড়ে তোলা হয় এবং প্রাচীন গ্রামগুলিকে ধীরে ধীরে নতুন গ্রামগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয় কিংবা অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়।

1.11.4. গ্রামীণ বসতির বিস্তার ও বিন্যাস (Distribution and pattern of Rural Settlement) :

গ্রামীণ বসতির বিস্তার ও বিন্যাসকে প্রধানত দুটি ভাগে আলোচনা করা হয় —

(a) গ্রামীণ বসতির আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিবিভাগ

(b) গ্রামীণ বসতির আকৃতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ।

(a) গ্রামীণ বসতির আয়তন (Size of Rural Settlement) : আয়তনের দিক দিয়ে গ্রামীণ বসতি তিন প্রকার—

(i) বিচ্ছিন্ন জনবসতি (Isolated Settlement),

(ii) হ্যামলেট (Hamlet) এবং

(iii) গ্রাম (Village)।

(i) বিচ্ছিন্ন জনবসতি (Isolated Settlement) : কোনো এক বসতি থেকে অন্য বসতি অনেক দূরত্বে অবস্থান করলে তাকে বিচ্ছিন্ন জনবসতি বলে। এই ধরনের জনবসতি গড়ে ওঠার কারণ হল— চাষিরা নিজেদের জমিতেই ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করে এবং কৃষিক্ষেত্র পরিচর্যা করে। এজন্য তারা দূরে কোনো গ্রামে বসবাস করে রোজ চাষের জমিতে এসে কাজ করতে চায় না। তা ছাড়া একটি চাষের জমি থেকে অন্য লোকের চাষের জমি অনেক দূরে অবস্থান করে। ফলে বিচ্ছিন্ন জনবসতির উদ্ভব ঘটে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার ভেড়া, গবাদি পশুপালন ক্ষেত্রের নিকট এই ধরনের জনবসতি গড়ে ওঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজমির পাশে বিচ্ছিন্ন জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

(ii) হ্যামলেট (Hamlet) : অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামের কোনো পাড়া কিংবা প্রধান বসতি অঞ্চল থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে বাস করছে। এধরনের ক্ষুদ্র গ্রামীণ বসতিকে হ্যামলেট (Hamlet) বলে।

এই ধরনের বসতিতে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব কম হয়। অধিবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত হয়। উত্তর ইংল্যান্ডের পিনাইন অঞ্চলে এই ধরনের বসতি লক্ষ করা যায়। একটি বা দুটি পরিবার, একটি গির্জা অথবা দোকান কিংবা পোস্ট অফিস পিনাইন অঞ্চলের হ্যামলেটগুলিতে দেখা যায়। পোস্ট অফিস নিজেদের মধ্যে এবং বাইরের গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। ভারতের ক্ষেত্রেও আমরা এরকম হ্যামলেটের অবস্থান দেখি, যেমন— অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু উপত্যকার কাছে অবস্থিত কোট্টাভালাসা হ্যামলেটের উদাহরণ। এখানে প্রায় 2টি থেকে 25টি পর্যন্ত বাড়ি অবস্থান করে। **বসতিগুলির নামে শেষে টোলা কিংবা টুলি যুক্ত থাকে। উদাহরণ— কলকাতার সন্নিকটে অবস্থিত আহীরীটোলা কিংবা কুমোরটুলি হ্যামলেটের অপর উদাহরণ।**

(iii) গ্রাম (Village) : গ্রামীণ বসতির এক বিশেষ রূপ হল গ্রাম (village)। Dickension গ্রামের সংজ্ঞায় বলেন যে, *"It is a right angled mesh or stress with or without a central rectangular market place."* গ্রামে কৃষিজমি, ঘরবাড়ি ছাড়াও মসজিদ, গির্জা, মন্দির, গ্রামীণ হল, দু-একটি দোকান, পোস্ট অফিস থাকে। গ্রামের আয়তন নির্ভর করে জনসংখ্যা, জমির সহজলভ্যতা, সরকারি বা বেসরকারি পরিকল্পনা, উন্নয়নের মাত্রা প্রাকৃতিক ও সামাজিক অনুকুল অবস্থা প্রভৃতির ওপর।

(b) গ্রামীণ বসতির আকার (Shape of Rural Settlement) : গ্রামীণ বসতির আকার (Shape of Rural Settlement) বলতে কোনো একটি গ্রামীণ এলাকায় বসতিগুলির যে বিস্তারের মাধ্যমে যে আকৃতি তৈরি হয় তাকে বোঝায়। বসতির বিন্যাস এবং অবস্থানের ওপর নির্ভর করে বসতির আকার। এই আকৃতি

...অন্য গ্রামের আকৃতি ও অভ্যন্তরীণ গঠন, সামাজিক ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থার ...নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

গ্রামীণ বসতির আকৃতি কেমন হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দুটি মতবাদ সম্পর্কে ধারণা ...দরকার— (i) ঐতিহ্যভিত্তিক মতবাদ (Traditional opinion or view) এবং

(ii) পরিমাত্রিক মতবাদ (Quantitative opinion)।

...12. ঐতিহ্যভিত্তিক মতবাদ (Traditional View) :

গ্রামীণ বসতির আকার কেমন হবে সে সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন Meitzen. তিনি আকৃতি অনুসারে ...নির গ্রামীণ বসতিগুলিকে বিভক্ত করেন। ভারতের ক্ষেত্রে গ্রামীণ বসতিগুলির আকার বিশ্লেষণ করতে ...য়ে বিশিষ্ট ভূগোলবিদ R. L. Singh বিভিন্ন আকৃতির গ্রামীণ বসতির ওপর আলোকপাত করেছেন। আমরা ...য়েকটি সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

1. সমকোণাকার বসতি **(Rectangular Settlement)** : ভারত, চিন ও জাপানের মতো কৃষি নির্ভরশীল দেশগুলির গ্রামীণ বসতি সমকোণাকার হয়। আমাদের দেশে জমির আয়তন বিঘা পদ্ধতিতে মাপা হয় বলে এ ধরনের আকৃতির উদ্ভব ঘটেছে। এক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক ঘরবাড়ি আয়তক্ষেত্রের মতো অবস্থান করে। এই ধরনের বসতির রাস্তাগুলি সরলরৈখিক হয় এবং রাস্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে মেশে। স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা, আলো-হাওয়া পাওয়ার সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে এই ধরনের বসতিগুলি উত্তর-দক্ষিণে কিংবা পূর্ব-পশ্চিম দিক বরাবর বিন্যস্ত হয়।

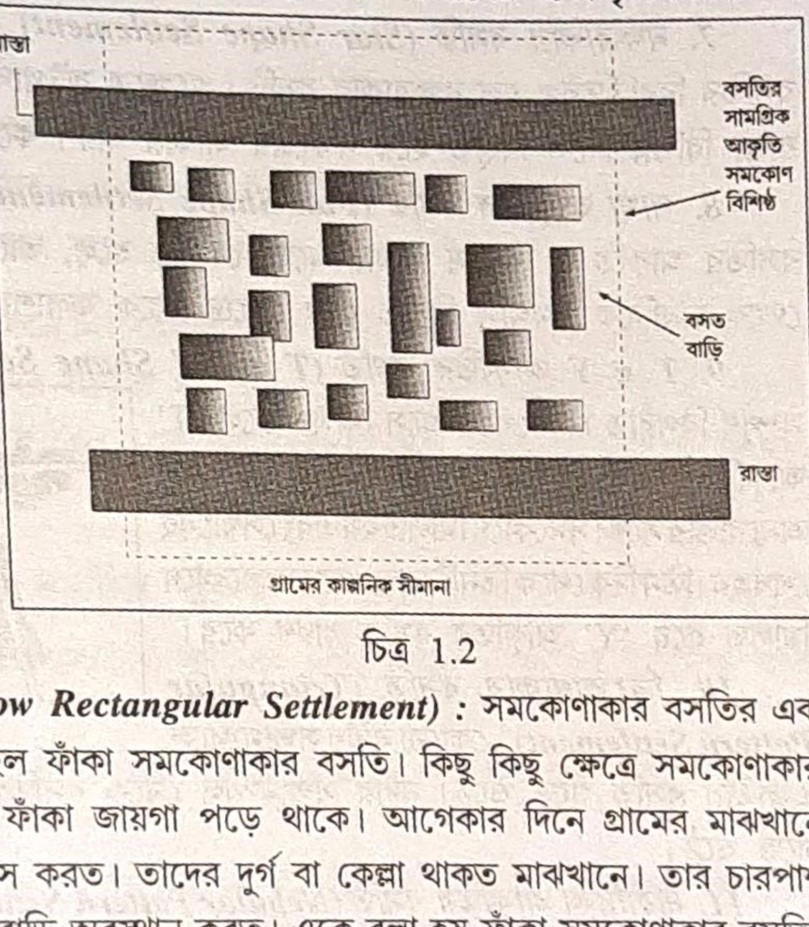

চিত্র 1.2

2. ফাঁকা সমকোণাকার বসতি **(Hollow Rectangular Settlement)** : সমকোণাকার বসতির এক বিশেষ ধরন হল ফাঁকা সমকোণাকার বসতি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমকোণাকার বসতির মধ্যে ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকে। আগেকার দিনে গ্রামের মাঝখানে জমিদার বসবাস করত। তাদের দুর্গ বা কেল্লা থাকত মাঝখানে। তার চারপাশ দিয়ে অন্য ঘরবাড়ি অবস্থান করত। একে বলা হয় ফাঁকা সমকোণাকার বসতি। অনেকক্ষেত্রে পুকুর, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে অজাতীয় বসতি গড়ে ওঠে।

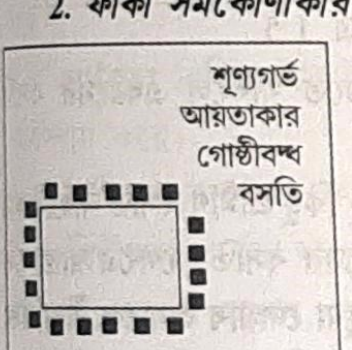

চিত্র 1.3

3. বর্গাকার বসতি **(Square Pattern Settlement)** : সাধারণত গ্রামে কোনো প্রাকৃতিক সীমানা থাকলে এই ধরনের বসতির উদ্ভব ঘটে। এটি সমকোণাকার বসতির পরিপূরক। রাস্তা, বড়ো বড়ো পুকুর কিংবা চারদিকে অসংখ্য বাগান থাকলে এধরনের বসতির উদ্ভব ঘটে। প্রাচীর বেষ্টিত গ্রামগুলিও এধরণের হয়। ভারতের মধ্য ও নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে এধরনের বসতির অবস্থান লক্ষ করা যায়।

বসতিগুলি প্রধানত কৃষিভিত্তিক হয়। এ ধরনের বসতির একদিকে কিংবা চারকোণে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ কিংবা পেশার মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে পাড়া বা গোষ্ঠী তৈরি করে।

4. দাবার ছকের ন্যায় বসতি **(Chessboard Pattern Settlement)** : Dickension-এর মতে, গ্রামীণ জনবসতি অনেকক্ষেত্রে দাবা খেলার বোর্ডের মতো করে গড়ে ওঠে। এধরনের বসতির ক্ষেত্রে গ্রামে বাজার

থাকতে পারে। দুটি রাস্তা পরস্পর সমকোণে মিলিত হতে পারে। অন্যান্য গলি কিংবা প্রধান রাস্তা পরস্পরের সমান্তরালে বিস্তৃত হয়। এজন্য বসতিগুলি জালের মতো ছড়িয়ে অবস্থান করে। খুব সহজে গ্রামের ভিতরে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া যায়। সমতল ভূপ্রকৃতির অবস্থান দাবার ছকের ন্যায় বসতি গড়ে ওঠার সহায়ক হয়। বসতিগুলির ভিতরে অনেকসময় কোনো কেন্দ্রীয় বা প্রধান বাজার থাকে। **ঝাড়খন্ডের দাইপাড়া বর্গাকার বসতির উদাহরণ।**

5. বৃত্তাকার বসতি **(Circular Settlement) :** কোনো স্থানে অনেক ঘরবাড়ি কেন্দ্রস্থলের কোনো কূপকে কেন্দ্র করে বৃত্তের মতো বিস্তৃত থাকলে তাকে বৃত্তাকার বসতি বলে। অতীতে শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চারদিক দিয়ে উঁচু বাড়ি তৈরি করে মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রাখা হত। আফ্রিকার জুলু উপজাতির 'ক্রাল' বাসগৃহ এধরনের বসতির উদাহরণ।

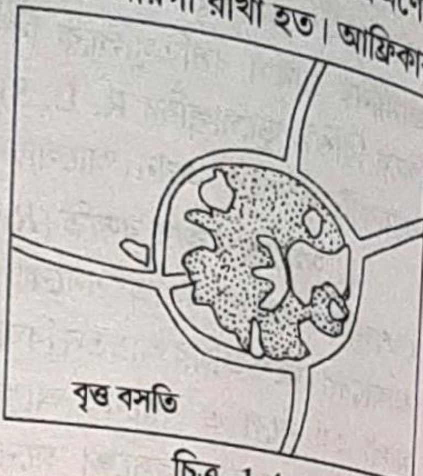

চিত্র 1.4

6. প্রায় গোলাকার বসতি **(Semi-Circular Pattern) :** কোনো নদীর বাঁকে কিংবা অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে প্রায় গোলাকার বসতি গড়ে ওঠে।

7. নক্ষত্রাকার বসতি **(Star Shape Settlement) :** গোলাকার বসতির বিবর্তিতরূপ হল নক্ষত্রাকার বসতি। এক্ষেত্রে ফুটপাথ ও অন্যান্য রাস্তা বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হয়ে নক্ষত্রের আকার ধারণ করে।

8. পাখা আকৃতির বসতি **(Fan Shape Settlement) :** কোনো বসতির আকৃতি ও বিন্যাস পাখার মতো দেখতে হলে, তাকে পাখা আকৃতির বসতি বলে। কোনো কেন্দ্র থেকে চারদিকে পথগুলি বিস্তৃত হয়। কেন্দ্রে থাকে জলাশয়, নদীর তীর কিংবা কোনো ধর্মীয় স্থান।

9. T ও Y আকৃতির বসতি **(T and Y Shape Settlement) :** কোনো একটি রাস্তা অন্যরাস্তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে এসে মিলিত হলে 'T' আকৃতির বসতি গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে একটি রাস্তা অন্য রাস্তার সঙ্গে সমকোণে মিলিত হয় এবং সেখানেই শেষ হয়। তিন দিক থেকে তিনটি রাস্তা এসে স্থূলকোণে মিলিত হয়ে 'Y' আকৃতির বসতি ধারণ করে।

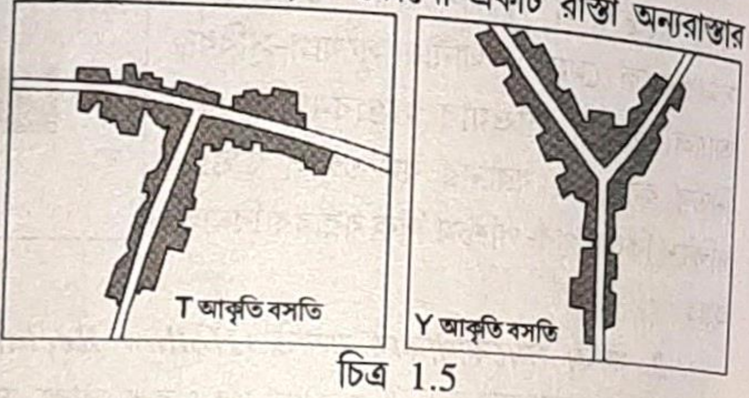

চিত্র 1.5

10. ত্রিকোণাকার বসতি **(Triangular Pattern Settlement) :** কোনো নদীর সঙ্গমস্থলে এজাতীয় বসতি গড়ে ওঠে। নদীর সঙ্গমস্থল থেকে বসতিগুলি ক্রমশ বাড়তে থাকলে এধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

11. নীহারিকা আকৃতির বসতি **(Nebular Pattern Settlement) :** কিছু কিছু গ্রামীণ বসতি নীহারিকার মতো আকৃতিতে গড়ে ওঠে। একে নীহারিকা আকৃতির বসতি বলা হয়। এধরনের বসতির ক্ষেত্রে রাস্তাগুলি অনেকটা গোলাকারে বিস্তৃত হয়ে বসতির কেন্দ্রে মিলিত হয়। **ভারতের গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে নীহারিকা আকৃতির বসতি গড়ে উঠেছে।**

1.13. পরিমাত্রিক মতবাদ (Quantitative view) :

এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, কোন গ্রামীণ বসতির বাইরের আকার হবে গোলাকার, যদি এই আকৃতি গোলাকার না হয় তবে যে কোন জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায় তা পরিমাপ করা সম্ভব হবে। পরিমাত্রিক মতবাদ অনুসারে কোন গ্রাম সমতল ভূমি বা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে কোনরকম প্রাকৃতিক কিংবা সাংস্কৃতিক বাধা থাকবে না। এর ফলে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কোন বড় জলাশয় বা পুষ্করিণী, মন্দির কিংবা কোন বৃহৎ বৃক্ষের চারদিকে গ্রামটি গোলাকার বিস্তৃত হবে। এই মতবাদের সমর্থনে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের মতামত উল্লেখযোগ্য।

Walther Christaller এবং Losh প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ কোন গ্রাম কিংবা শহরের আকার কিংবা দুটি স্থানের মধ্যে ব্যবধান কত হবে তা নির্ধারণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বে (Central Place Theory) ষড়ভুজ মডেলের (Hexagonal Model) এর সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানীগণ 'জাফরী সরলরেখা আকার' মডেলকে ব্যবহার করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানী miller কোন নদী অববাহিকার আকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন—

$$S = \frac{Ab}{Ac}$$

[S = নদী অববাহিকার আকৃতি,
Ab = নদী অববাহিকার আয়তন
Ac = একই পরিসীমাযুক্ত বৃত্তের আয়তনের অনুপাত]

ব্রাজিলের কোন কোন গ্রামের আকার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পিটার হ্যাগেট একই ধরনের সূত্র ব্যবহার করেছেন। তাঁর সূত্রটি হল—

$$S = \frac{A}{L}$$

[S = বসতির আকার
A = ঐ গ্রামের আয়তন
L = ঐ গ্রামের আয়তন এবং কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের পরিসীমা হিসেবে বৃত্তের আয়তনের অনুপাত]

ভারতীয় গ্রামগুলির আকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মিলারের ব্যবহৃত সূত্র বিশেষভাবে উপযুক্ত। মিলার ভারতীয় গ্রামগুলির আকারের যে সূচক পেয়েছেন তাদের সর্বোচ্চ মান হল 1.00 এবং সর্বনিম্ন মান হল 0। সূচকের মান .42 হলে তার আকৃতি হবে ত্রিকোণাকার, .64 হলে চতুষ্কোণাকার এবং .83 হলে ষড়ভুজ আকৃতির গ্রাম হবে।

1.13.1. বিচ্ছিন্ন বসতি ও সারিবদ্ধ বসতির পার্থক্য :

বসতির বিন্যাস পর্যালোচনা করে বিচ্ছিন্ন বসতি ও সারিবদ্ধ বসতির মধ্যে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য পাওয়া যায়—

প্রথমতঃ বিচ্ছিন্ন বসতির ক্ষেত্রে একটি বসতি থেকে অপর একটি বেশ দূরে দূরে এবং বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে।

সারিবদ্ধ বসতির ক্ষেত্রে দেখা যায় রেখার আকারে বসতিগুলি সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করছে।

দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য অঞ্চল, মালভূমি অঞ্চল, বনভূমি অঞ্চল, তৃণভূমি অঞ্চলে কৃষিজমির অভাব, প্রতিকূল জলবায়ু, জলের অভাব, ভূমিক্ষয় প্রভৃতি কারণে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে।

কিন্তু রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে রেলপথ, সড়কপথ, নদীর পাড়, খালপাড়ের প্রান্ত দিয়ে বা ধার দিয়ে।

তৃতীয়তঃ বসতি ঘনত্ব, বিক্ষিপ্ত বসতির ক্ষেত্রে অনেক কম হয়। বসতির ঘনত্ব রৈখিক বসতিতে কিছুটা বেশি হয়।

চতুর্থতঃ বসতিগুলি দূরে দূরে অবস্থিত হয় বলে অধিবাসীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কম হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বেশি হয়।

রৈখিক বসতিতে তুলনামূলকভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বেশি হয়। সামাজিক দূরত্ব অনেক কম হয়।

পঞ্চমতঃ বিচ্ছিন্ন বসতিতে দেখা যায় যে, দুটি বসতির বা বাড়ীর মধ্যে অনেকটা ফাঁকা অঞ্চল থাকে।

রৈখিক বসতিতে যেহেতু সারিবদ্ধভাবে ঘরবাড়ীগুলি অবস্থান করে সেইজন্য রৈখিক বসতিতে দুটি বাড়ীর মধ্যে ফাঁকা অঞ্চল প্রায় থাকে না।

গড়ে ওঠে। যেমন— তাঁত শিল্প, মাটির মূর্তি তৈরি, ছুতোর মিস্ত্রি কর্তৃক কাঠের কাজ প্রভৃতি এবং মুরশিদাবাদের চক ইসলামপুরে তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের কথা বলা যায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আকৃতি, গঠন ও কর্মের পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার প্রসার,কৃষির উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বাজারের আয়তন বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে গ্রামগুলিও ধীরে ধীরে পৌর বসতিতে পরিণত হচ্ছে।

(vii) *প্রশাসনিক কাজকর্ম* (Administrative Function) : যেসব গ্রামগুলিতে B.D.O অফিস, পঞ্চায়েত অফিস অবস্থিত সেই সব গ্রামের একটি অন্যতম কাজ হল বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করা। এই গ্রামগুলির আয়তনও অনেক বড়ো হয়।

1.14. গ্রামীণ বসতির বিন্যাস (Pattern of Rural Settlement) :

গ্রামীণ বসতির বিন্যাস বলতে বোঝায় বসতিগুলির পারস্পরিক অবস্থানের ভিত্তিতে উৎপন্ন নকশা। বসতিগুলি কখনো পরস্পর থেকে বেশ দূরে দূরে অবস্থান করে, কখনো বা অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত করে। এমনকি একই স্থানে প্রথম অবস্থায় বসত বাড়িগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত, কিন্তু পরবর্তীকালে আর্থসামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য অনুকূল অবস্থার ওপর নির্ভর করে ওই একইস্থানে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির উদ্ভব ঘটে।

বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে গ্রামীণ বসতিকে গোষ্ঠীবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন, দণ্ডাকার বা রৈখিক বসতি প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

1.15. গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি (Rural Compact Settlement) :

নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাসগৃহের একত্র সমাবেশ ঘটলে গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। বেশির ভাগ মানুষই প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হলে গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির উদ্ভব ঘটে।

গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি বিভিন্ন ধরনের হয় এবং বিভিন্ন কারণে এই জাতীয় বসতির উদ্ভব ঘটে।

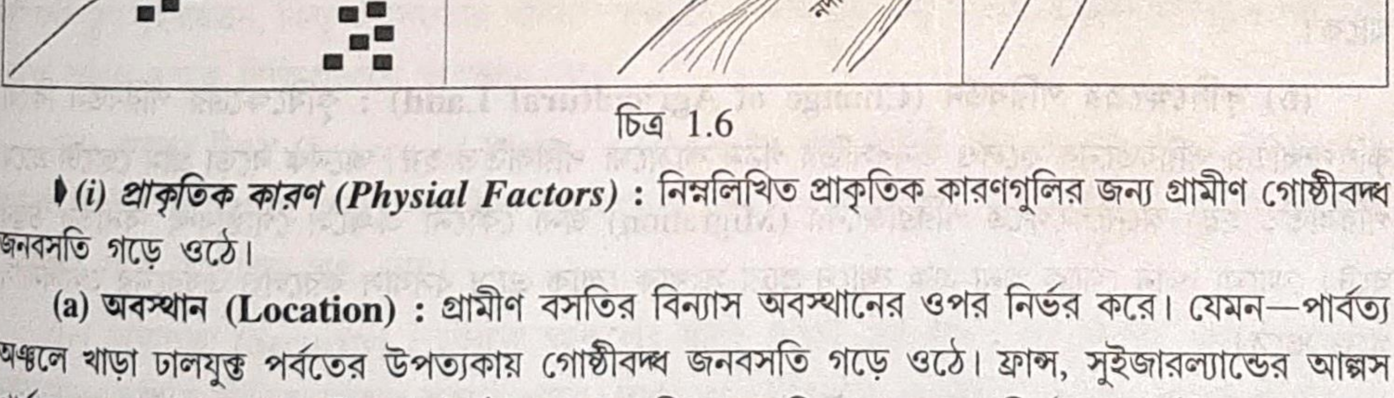

চিত্র 1.6

(i) *প্রাকৃতিক কারণ* (Physial Factors) : নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক কারণগুলির জন্য গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে ওঠে।

(a) অবস্থান (Location) : গ্রামীণ বসতির বিন্যাস অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। যেমন—পার্বত্য অঞ্চলে খাড়া ঢালযুক্ত পর্বতের উপত্যকায় গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে ওঠে। ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে এধরনের বসতি গড়ে উঠেছে। আবার দ্বীপপুঞ্জে কিংবা পাহাড়ের শীর্ষদেশে বর্গাকার, গোলাকার গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে। যেমন—ইটালির পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামীণ বসতি, উষ্ণ মরু অঞ্চলের মরূদ্যানের নিকট পানীয় জল এবং কৃষিকাজের জন্য সেখানে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

(b) ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা (Physiography and Soil) : ভূপ্রকৃতি যদি সমতল হয় এবং মৃত্তিকা

খুব উর্বর হয় তাহলে সেই সব এলাকায় কৃষিকাজ খুবই ভালো হয়। এই কারণে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের পলিগঠিত উর্বর সমভূমিতে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে উঠেছে।

(c) ভৌম জলের অবস্থান (Availability of Groundwater) : ভূপৃষ্ঠের যেসব অঞ্চলে সহজে জল পাওয়া যায় না অর্থাৎ জলের অভাব আছে সেই সব স্থানের যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে প্রচুর বসতি গড়ে ওঠে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির উদ্ভব ঘটে। উদাহরণস্বরূপ মরু অঞ্চলের ওয়েসিস বা মরুদ্যানের কথা বলা যায়।

(d) উচ্চভূমির অবস্থান (Location of Upland) : বন্যা কবলিত অঞ্চলের যেসব জায়গাতে সহজে বৃষ্টির জল পৌঁছাতে পারে না সেই সব শুষ্ক ও উচ্চভূমিতে দলে দলে লোকে বসতি স্থাপন করে। গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর প্লাবন সমভূমিতে এই জাতীয় বসতি গড়ে উঠেছে।

(ii) সামাজিক কারণ (Social Factors) : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। ফলে কাছাকাছি বসবাসের মাধ্যমে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির উদ্ভব ঘটেছে। আত্মরক্ষা, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক নীতিনীতি প্রভৃতি সুযোগ সুবিধার ওপর নির্ভর করে এ ধরনের বসতির উদ্ভব ঘটেছে। এমনকি আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়াগায় ধোপা, নাপিত, কুমোর, পুরোহিত, গোয়ালা—এদের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির সৃষ্টি করেছে। এভাবেই আমরা দেখি বামুন পাড়া, কুমোর পাড়া, নাপিত পাড়া প্রভৃতির সামাজিক অবস্থান।

(iii) অর্থনৈতিক কারণ (Economic Factor) :

(a) কৃষিসংগঠন ও ভূমির ব্যবহার (Agricultural Pattern and Land use) : গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গঠনের অন্যতম প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা। কৃষি যেহেতু গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা, তাই কৃষিকাজের পদ্ধতি, ভূমির ব্যবহারের ধরন ওই অঞ্চলের জনবসতির বিন্যাস, আকৃতি নির্ধারণ করে। মধ্যযুগে ইউরোপের গ্রামগুলিতে সবাই কৃষিজীবী ছিল। ফলে ওইসব সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রামের মধ্যভাগে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করত। আর গ্রামের চারপাশে থাকত কৃষিজমি। আবার কৃষক যখন নিজের জমিতে ঘরবাড়ি তৈরি করল এবং কৃষিক্ষেত্রের নিকট বসবাস করতে শুরু করল তখন বিক্ষিপ্ত বসতির উদ্ভব হল। বাগিচা কৃষি অধ্যুষিত অঞ্চলের বসতি গোষ্ঠীবদ্ধ ধরনের হয়। কারণ বাগিচা কৃষিতে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তারা বাগিচা অঞ্চলেই বসবাস করে। যাযাবর পশুপালক উপজাতিরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে। আবার তারা অন্য জায়গায় চলে গেলেও সেখানে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকে।

(b) কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তন (Change of Agricultural Land) : কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তন কিংবা কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তনের ফলেও জনবসতির গঠন কাঠামো পরিবর্তিত হয়। অনেক বড়ো গ্রাম ছোটো গ্রামে পরিবর্তিত হয়। অনেকেক্ষেত্রে পরিব্রাজনের (Migration) জন্য কোনো অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির উদ্ভব ঘটে। কোনো স্থান থেকে অন্য এক স্থানে প্রচুর সংখ্যক লোক এসে বসবাস করলেও এধরনের জনবিন্যাস গড়ে ওঠে।

(iv) ধর্মীয় কারণ (Religious Factor) : অনেকক্ষেত্রে কোনো কোনো অঞ্চলে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ, রীতিনীতির প্রভাবে জনবসতি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পড়ে। গ্রামে কোনো বড়ো মন্দির, মসজিদ কিংবা অন্য কোনো উপাসনার স্থানকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে। সাধারণত একই ধর্মের বা সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস থেকে এই গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতির উৎপত্তি ঘটে।

এসব কারণগুলি ছাড়াও যেসব গ্রামগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত সেখানে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি দেখা যায়।

1.16. বিক্ষিপ্ত জনবসতি (Dispersed or Scattered Settlement) :

এই ধরনের বসতির ক্ষেত্রে একটি বাড়ি থেকে অন্য বাড়িগুলি অধিক দূরত্বে অবস্থান করে। কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ার খামার বসতিগুলি এধরনের বসতির উদাহরণ। এখানে দুটি কিংবা তিনটি পরিবার একসঙ্গে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার 'জোত' বা টাঁড় গ্রাম অথবা রাঁচি মালভূমির অঞ্চলের নিকটও ধরনের বসতি দেখা যায়।

নদিয়া ও মুরশিদাবাদ জেলার সীমান্ত অঞ্চলে একটি বসতি অন্য বসতি থেকে দূরে অবস্থান করে। এদেরকে 'কালান্তর' বলা হয়।

1.16.1. বৈশিষ্ট্য :

এই ধরনের বসতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—

(ক) দুটি বাড়ি বা বসতির মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব থাকে।

(খ) পরিবারগুলি খুব ছোটো ছোটো হয়।

(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অধিবাসীরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন।

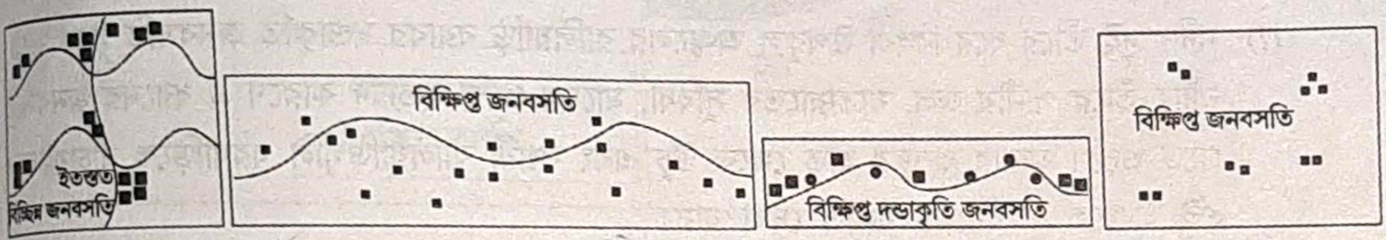

চিত্র 1.7

1.16.2. বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে ওঠার কারণ :

(i) বন্ধুর ভূপ্রকৃতি (Rugged Landscape) : অধিকাংশ বিক্ষিপ্ত বসতি বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে গড়ে ওঠে। কৃষিজমির অভাবের জন্য এমন বসতি গড়ে ওঠে। পার্বত্য অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত ক্ষুদ্রায়তন কৃষিজমিকে কেন্দ্র করে এসব বসতি গড়ে উঠেছে।

(ii) বৃহদায়তন জোত (Large landholdings) : উত্তর আমেরিকার প্রেইরী তৃণভূমি অঞ্চলের কৃষিজমিগুলি বৃহদায়তন, কিন্তু জনসংখ্যার পরিমাণ তুলনায় অনেক কম। এই অঞ্চলের কৃষিখামারগুলি পরস্পর থেকে অধিক দূরত্বে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে।

(iii) জলের উৎস (Source of Water) : যে অঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই জল পাওয়া যায়, সেই অঞ্চলে প্রধানত বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে। অন্যদিকে উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলে কেবলমাত্র জলের উৎসের নিকটে বসতিগুলি কেন্দ্রীভূত হয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ রূপ নেয়।

(iv) নিরাপত্তা (Security) : কোনো অঞ্চলের মানুষ যথেষ্ট নিরাপত্তা ভোগ করলে, সেই অঞ্চলের সর্বত্র মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে পারে। তখন আর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে হয় না। এই কারণে নিরাপদ অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বসতি লক্ষ করা যায়

(v) জমির পুনরুদ্ধার (Reclamation of Land) : অনাবাদী জমি, জলাভূমি এবং লবণাক্ত ভূমিকে পুনরুদ্ধার করে বসতি গড়ে তুলতে গিয়ে মানুষ বিক্ষিপ্ত বসতির সৃষ্টি করে। যেমন— যেমনভাবে জ

পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়, তেমনভাবে বসতির বিস্তার চলে। এই কারণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে বসতিগুলি।

(vi) স্বতন্ত্র বসবাস (Individual Residence) : নিজের বাবার ভিটে জমিতে বসবাস করার ইচ্ছা কিংবা স্বাধীনভাবে নিজে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকলে ঘরবাড়িগুলি পরস্পর থেকে দূরে দূরে অবস্থান করে। ফলে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে।

(vii) ধর্ম ও সংস্কৃতি (Religion and Culture) : অনেকক্ষেত্রে আমরা দেখি নীচু জাত, সমাজ থেকে বিতাড়িত ব্যক্তি মূল বসতি থেকে দূরবর্তী কিংবা গ্রামের বিভিন্ন সীমান্তে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে।

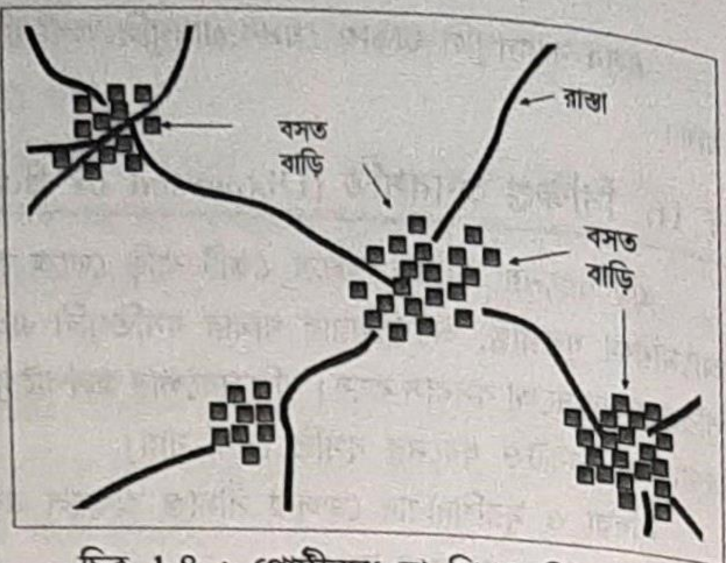

চিত্র 1.8 : গোষ্ঠীবদ্ধ বা পিণ্ডাকৃতি বসতি

1.17. দণ্ডাকৃতি জনবসতি (Linear type of Settlement) :

অনেকসময় দেখা যায় যে, কোনো অঞ্চলের বসতিগুলি প্রায় এক সরলরেখায় অবস্থান করছে। একে দণ্ডাকৃতি জনবসতি বলে।

■ **দণ্ডাকৃতি জনবসতি গড়ে ওঠার কারণ :**

(i) নদীর দুই তীরে ধরে কিংবা উপকূল অঞ্চলের বালিয়াড়ি বরাবর দণ্ডাকৃতি জনবসতি গড়ে ওঠে। নদীর তীরে পানীয় জল, যাতায়াতের সুবিধা, মাছের প্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে এ ধরনের জনবসতি গড়ে ওঠে। আবার ঝড়ের হাত থেকে উঁচু এবং স্থায়ী বালিয়াড়িগুলি ঘরবাড়িকে বাঁচায় বলে এই অঞ্চলে এ ধরনের বসতি দেখা যায়।

(ii) জাতীয় সড়ক কিংবা রেললাইনের ধার ধরে (যাতায়াতের ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য) দণ্ডাকৃতি জনবসতি দেখা যায়।

(iii) বন্যাকবলিত অঞ্চলে রাস্তা উঁচু করে বাড়ি তৈরি করে লোকেরা বসবাস করেন।

(iv) উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, মিশমি উপজাতিরা এক লাইনে অবস্থিত বাড়িতে বসবাস করে। বাড়ির ছাদ একই থাকে কিন্তু প্রকোষ্ঠ আলাদা।

(v) পর্বতের পাদদেশ অঞ্চলে একটি করে ঘরবাড়ি সারিবদ্ধভাবে তৈরি হয় এবং এভাবে বসতি রৈখিক ধরণের হয়।

(vi) বনভূমির সীমানায় অনেকক্ষেত্রে সারিবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে। ফলে এদের আকৃতি রৈখিক ধরনের হয়।

(vii) মাছ ধরার সুবিধা পাওয়া যায় বলে খাল, বিলের ধার ধরে রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে।

1.17.1. বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :

(i) রৈখিক বসতিতে ঘরবাড়িগুলির পারস্পরিক ব্যবধান গ্রামীণ এলাকায় বেশি এবং শহরের এলাকায় কম হয়।

(ii) অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ বেশি থাকে।

(iii) জনবসতির পার্শ্বীয় বিস্তার কম ঘটে।

(iv) পাকা রাস্তা, রেললাইন, নদী কিংবা খাল পাড়, পর্বতের পাদদেশ প্রভৃতি এলাকায় রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে।

(v) একাধিক রৈখিক বসতির মিশ্রণের ফলে তারকা আকৃতির বসতি তৈরি হয়।

উদাহরণ : উত্তরবঙ্গের সেবক—নাগরাকাটা সড়কের ধার ধরে রৈখিক জনবসতি গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপের কিছু কিছু জায়গায় উপকূল ধরে এবং গ্রামের রাস্তার ধারে ধারে এধরনের বসতি দেখা যায়।

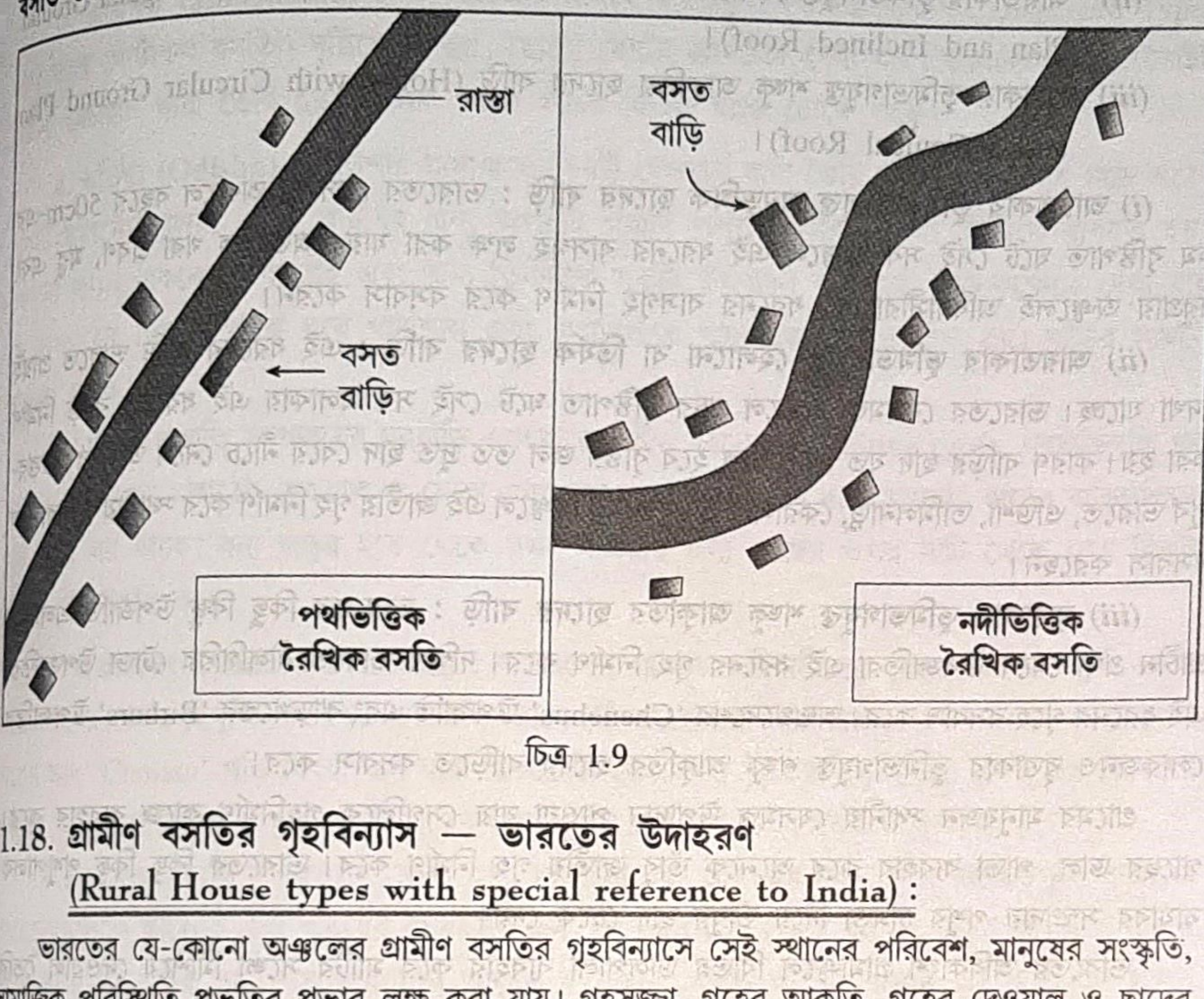

চিত্র 1.9

1.18. গ্রামীণ বসতির গৃহবিন্যাস — ভারতের উদাহরণ (Rural House types with special reference to India) :

ভারতের যে-কোনো অঞ্চলের গ্রামীণ বসতির গৃহবিন্যাসে সেই স্থানের পরিবেশ, মানুষের সংস্কৃতি, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। গৃহসজ্জা, গৃহের আকৃতি, গৃহের দেওয়াল ও ছাদের গঠন, গৃহের চারপাশে জায়গার ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে চিরাচরিত এবং বংশানুক্রমিক ধারার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়াও লক্ষণীয়। তবে এখনও উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মধ্যে সেই প্রাচীন চিরাচরিত প্রথায় ঘরবাড়ি নির্মাণ কাজ আমরা দেখতে পাই। উত্তর, দক্ষিণ, উত্তর-পূর্ব কিংবা পশ্চিম ভারতের গ্রামীণ গৃহবিন্যাস এক এক ধরনের হয়ে থাকে।

1.18.1. ভূমি নক্সা (Ground Plan) :

গ্রামীণ বসতির ঘরগুলির ভূমি নকশা (Ground Plan) লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মানুষের বাস করার জন্য ন্যূনতম স্থান রাখা হয়। অধিবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে ঘরের জায়গা, রান্নাঘর এবং চারপাশে জায়গা ছেড়ে রাখা হয়। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত জমির মাঝখানে ঘর তৈরি হয়। সামনে ও পিছনে বেশ ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। ঘর যদি জমির একেবারে একধারে তৈরি হয়, তাহলে বাকি তিন দিক বেড়া দিয়ে বাড়িকে ঘিরে দেওয়া হয়। ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া প্রায় সব গ্রামাঞ্চলে বাড়ির অন্যতম অংশ হল এর সঙ্গে অবস্থিত উঠান (Yard)। পার্বত্য অঞ্চলে পর্বতের উঁচু অংশে বাড়িগুলির বেশির ভাগ একঘর বিশিষ্ট (Single roomed) বাসগৃহ তৈরি করা হয়।